Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ এপ্রিল, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৬ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার, ২ বৈশাখ, ১৪২৫

এ.এস.পি বিক্রির চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ : সতর্ক থাকার আহ্বান ট্রেড ইউনিয়নের যৌথমঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল : অ্যালয় স্টিল কেনার জন্য টেন্ডার (গালভরা নাম এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট) জমা দেওয়ার আজই ছিল শেষ দিন। জেদি জঙ্গি ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সামনে কোনো ক্রেতা শেষ দিনেও 'আগ্রহ প্রকাশ' করার সাহস করেনি। এখন দেখার বিষয় হল কেন্দ্রিয় সরকার অ্যালয় স্টিল কারখানা বিক্রির চেষ্টা ছেড়ে অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর স্টিল কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য নতুন বিনিয়োগ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে কি না।

আধুনিকীকরণের জন্য দরকার মাত্র ১১০৬ কোটি টাকা। সেইল আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৭২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেও অ্যালয় স্টিল কারখানার জন্য এক পয়সাও বিনিয়োগ করা হয়নি। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জন্য জুটেছে ছিটেফোঁটা। আর বিনিয়োগ নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

তাই ১১ এপ্রিল উত্তাল শ্রমিক জমায়েত কেন্দ্রের মোদি সরকারের অ্যালয় স্টিল কারখানা বিক্রির চক্রান্তের প্রথম ধাপের উপর যবনিকা টেনে দিলেও আত্মতুষ্টির লেশমাত্র ছিল না এদিন নেতৃবৃন্দের বক্তেব্যে। বরং তাঁরা আহ্বান জানালেন নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার ও শ্রমিক ঐক্য আরও মজবুত ও প্রসারিত করে অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবিতে বিলম্ব না করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের। শ্রমিকদের ব্যারিকেডে এদিন হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়ালেন যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় সহ অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

—এরপর চারের পাতায়

মনোনয়নপত্র পূরণ করার সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলা

তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের অতর্কিতে হামলা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৯ এপ্রিল : মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে অফিসে সিপিআই(এম) কর্মীদের নিয়ে ক্যাম্প করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের ফর্ম ফিলাপের কাজ করছিলেন দলের নেতৃবৃন্দ। এমন সময় বিদায়ী তৃণমূলের সহ সভাপতি ও বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষের মদতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। হামলায় আহত হয়েছেন সিপিআই(এম)-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, জেলা কমিটির সদস্য তথা মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার, সেখ হাসিবুল মণ্ডল, সেখ হামিম। এই আক্রমণে ছাড় পাননি সুকান্ত কোঙারের স্ত্রী মহিলা নেত্রী চিন্তা কোঙারও। দুষ্কৃতীরা বেশ কিছু পূরণ করা মনোয়নপত্র কেড়ে নেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে তৃণমূলের গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। এরপর সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্ব ব্যাপক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পুনরায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীদের নিয়ে মনোয়নপত্র দাখিল করেন। এদিনের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন পার্টি নেতা সুকান্ত কোঙার।

স্ক্রুটিনিতেও বাধা পেলেন বিরোধীরা, প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১১ এপ্রিল : মনোয়নপত্র দাখিল পর্ব শেষে শুরু হয়েছে স্ক্রুটিনির কাজ। স্ক্রুটিনিপ্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গিয়েও এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি ব্লক অফিসে শাসক দলের লেঠেল ও দুষ্কৃতী বাহিনীর বাধার মুখে পড়তে হল বিরোধীদের। সিপিআই(এম) নেতা তথা নিমো-২ পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণানু ভদ্র নিজে এবং আরও কিছু প্রার্থীদের নিয়ে মেমারি-১ ব্লক অফিসে স্ক্রুটিনির প্রক্রিয়ার কাজে গেলে তাদের মারতে মারতে ব্লক অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁরা ব্লক অফিসের ধারে কাছেই আর ঘেঁষতে পারলেন না। সিপিআই(এম) দলের অভিযোগ এদিন পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। অভিযোগ বর্ধমান থেকে মহিলা র‍্যাফ নিয়ে এসে থানাতেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তৃণমূলের লেঠেল বাহিনী ও দুষ্কৃতীরা হাতে লাঠি, হকি স্টিক, উইকেট, চ্যালা কাঠ নিয়ে ব্লক অফিসের গেটে দাঁড়িয়েছিল। তারাই পুরোপুরি ব্লক অফিস দখল করে রেখেছিল।

এই লেঠেল বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায়নি প্রয়াত নেতৃত্ব বিনয় কোঙারের পরিবার। তাঁদের বাড়ি থেকে মনোনয়নপত্রের কাজগুলো হয়েছিল বলে তৃণমূলের গুণ্ডারা ওই বাড়িতে ইট পাথর বৃষ্টি করে। বাড়ির জানালার কাঁচ

—এরপর চারের পাতায়

আদালত অগ্রাহ্য করেই প্রশাসন ভোট-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিল কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ এপ্রিল : উচ্চ আদালতের রায় অগ্রাহ্য করেই কালনা কলেজে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে যে প্রশিক্ষণ এদিন হলো, সেই প্রশিক্ষণ শেষ হতেই আবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। তাতে বলা হল—উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। এমনকি সমস্ত রকমের প্রশিক্ষণও। কিন্তু এই নির্বাচন কমিশন উচ্চ আদালতের রায় ঘোষণার পর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, শুধু প্রতীক বিলি,

—এরপর চারের পাতায়

কেদারনাথ সিং স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ এপ্রিল : বনবন্ধন, বর্ধমান নেহরু বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের প্রাক্তনীরা স্মরণ করলেন হিন্দি বিশিষ্ট কবি কেদারনাথ সিংকে। ১৯ মার্চ প্রয়াত হয়েছেন তিনি। হিন্দি কবিতার প্রগতিশীল ধারা এই ছিলেন আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গ্রামীণ জীবনের কত কথা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মানকর কলেজের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. কুসুম রায়, ড. ইন্দ্রদেব মিশ্র। কবি কেদারনাথ সিং-এর কবিতা পাঠ করেন গণেশ রাজদেব, হরিশঙ্কর তেওয়ারিও নববন্ধন-এর সম্পাদক মাধবেন্দ্র রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুমিতা মাহাতো। অনুষ্ঠানটি হয় স্কুল সভাকক্ষে।

বেড থেকে পড়ে রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ এপ্রিল : হাসপাতালের বেড থেকে পড়ে এক রোগীর মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ঘটনাটি ঘটে কালনা মহকুমা হাসপাতালে। কালনা শহরের ডাঙাপাড়ার শিবু বিশ্বাস (৩০) নামের এক যুবক শ্বাসকষ্ট নিয়ে এই মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হওয়া এই রোগী বেড থেকে পড়ে যান বলে অভিযোগ। অন্য বেডের রোগীদের একাংশ এবং শিশু বিশ্বাসের নিকট আত্মীয়দের অভিযোগ বেড থেকে পড়ে ছটফট করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁকে বেডে তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, এইরকম ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই।

শাসক দলের নাকা চেকিং টপকে মনোনয়ন জমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ এপ্রিল : শাসক দলের বিভিন্ন নাকা চেকিং টপকে কালনা মহকুমা জুড়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিরোধী প্রার্থীরা। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ জানান, মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে শাসকদল বিভিন্ন স্থানে নাকা চেকিং বসায়। মনোয়নপত্র দেওয়ার কেন্দ্রগুলোর ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি ছিল ঠিকই। কিন্তু সেই এরিয়ার বাইরে শাসক দল সড়ক, রাস্তা, গলিতে গলিতে নাকা চেকিং বসায়। বিরোধী প্রার্থীদের আটকে মারধর করে তাদের নথি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রক্তাক্ত হয়েও বামপ্রার্থীরা শাসক দলের নাকা চেকিং অতিক্রম করেও মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি জানান—কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির বাম প্রার্থী টিঙ্কু মুর্মু তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে এদিন অটো চেপে কালনা-১ নং ব্লকে মনোয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে তাদের মারধর করে কাগজপত্র কেড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তা

—এরপর চারের পাতায়

অবশেষে হাসপাতালে পড়ে থাকা সন্ন্যাসীর মৃতদেহ সৎকার হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ এপ্রিল : দাবিহীন মৃতদেহের শেষকৃত্যের কে দায় নেবে? পুলিশ না প্রশাসন? না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! এই নিয়ে টানাপোড়েন। মৃত্যুর পর এক দাবিহীন সন্ন্যাসীর মৃতদেহ দীর্ঘক্ষণ পড়ে রইল হাসপাতালের বারান্দায়। চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হতেই এগিয়ে এলেন কিছু সহৃদয় মানুষ। মৃত্যুর প্রায় ২৫-২৬ ঘন্টা পর তাঁরাই মৃতদেহের সৎকার করলেন। ঘটনাটি পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতালের। চলতি বছরের গত ১২ জানুয়ারি কয়েকজন ব্যক্তি এক অসুস্থ সন্ন্যাসীকে এই হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে যান। তারপর থেকে চিকিৎসা চলাকালীন স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী (৭৮) নামের এই সন্ন্যাসীর আর কেউ খোঁজখবর নেননি। গত কাল বেলা ১০টা নাগাদ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতালে মর্গ না থাকায় মৃতদেহ হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রাখা হয়। পূর্বস্থলী থানায় জানানো

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৬ এপ্রিল, ২০১৮

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া?

দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর এবার কী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ায় নেমে পড়েছে ন্যাটোর তিন প্রধান শক্তি—আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স? এবার তাদের টার্গেট ইরান ও সিরিয়া এবং তাদের পাশে থাকা রাশিয়া। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও সিরিয়ার মার্কিন-বিরোধী অবস্থানই কি ক্ষেপিয়ে তুলেছে যুদ্ধবাজ ট্রাম্প ও তার সমস্বার্থবাহী ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে? তাদের প্রশ্রয়ধন্য আইসিস, আল কায়দা সহ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি গোটা সিরিয়াকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলেছিল। সেই সময়ে রাশিয়া তার পাশে এসে দাঁড়ায়। এখন সিরিয়ায় আইসিস প্রায় নেই বললেই চলে, বাকি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও পিছু হটে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্রোধের মূল কারণ এখানেই। এভাবে চললে তো সিরিয়ার যে ১৫-২০ শতাংশ এলাকায় মাত্র সন্ত্রাসবাদীরা গুটিয়ে আছে, সেটাও মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন করে ইরাক ও লিবিয়া তাদের কব্জায় এসেছে, তেমনি করে সিরিয়া ও ইরানকেও চাই। চাই বিশ্বযুদ্ধে তেল ও গ্যাসের উপর দখলদারি। ইতোমধ্যেই রাসায়নিক অস্ত্র ও গ্যাস তৈরির মিথ্যা অজুহাতে শতাধিক মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে সিরিয়ায়। পাশে রাশিয়া এসে পাশে দাঁড়ানোর ফলে সিরিয়া তার মধ্যে ৭৩টি মিসাইল সরাসরি গুলি করে নামিয়ে ফেলতে পেরেছে। বস্তুতপক্ষে ২০১২ সালে রাষ্ট্রসংঘে সিরিয়া আক্রমণের সপক্ষে মার্কিন প্রস্তাবকে ভেটো দিয়ে নাকচ করার পর ২০১৬ থেকেই রাশিয়া সরিয়ার পাশে সক্রিয়ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্পসাহেব তাই রাশিয়াকেও চমকাতে শুরু করেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা-প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছেন কুখ্যাত জন বোল্টনকে, যিনি ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার সময় বুশকে সাহায্য, পরামর্শ ও প্ররোচনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন।

এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন সিরিয়ায়। এর পরে যদি ট্রাম্পের নেতৃত্বে হিটলারি কায়দায় তার উপর আবার আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়, এবং রাশিয়া ও চীন যদি সিরিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে সত্যিই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি গড়ে উঠবে না? স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্রসংঘ কি মার্কিনি খেলোয়াড়ের হাতের পুতুল হয়ে শুধু সিরিয়া-ইরান নয়, সমস্ত বিশ্বকেই এই বীভৎসার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে?

এর বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমতকে শক্তিশালী করে তোলাও শান্তিকামী মানুষের কাছে আগামী দিনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

নববর্ষে কারখানা বন্ধের নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের ভোরবেলাতেই রানিগঞ্জ বল্লভপুর কাগজ কারখানার গেটে কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন কারখানার বর্তমান কর্তৃপক্ষ। নতুন বছরের শুভ দিনটিতে সাতসকালে কাজে এসে কারখানার শ্রমিকরা দেখলেন বন্ধের নোটিশ ঝোলানো হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে এই কারখানা বন্ধ করা হল।

গত ৩ জানুয়ারি বল্লভপুর পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ কারখানা পরিদর্শন করে তীব্র দূষণ ছড়াবার অভিযোগ তুলেছিল সিপিসিবি। অভিযোগ ছিল ইনলেট এবং আউটলেটে ফ্লো মিটার নেই। তাই দূষণ ছড়ানোর ৭ দফা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের এই সংস্থাটি। তারা ওইদিন কারখানা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়।

কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সেজন্য সিপিসিবি গত ২৮ মার্চ একটি কড়া চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার প্রয়াস নেয়। আজকে কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানায় পানীয় জল, ডিজেল জেনারেটর, ওয়েব্রিজ এবং ডিসপেনসারি চালু রাখা হবে। ক্রাফ্ট পেপার উৎপাদন বন্ধ থাকবে যতদিন না দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. হোমিওপ্যাথির জনক কে? তাঁর কবে কোথায় জন্ম? মৃত্যু কবে?
২. নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ কবে গঠিত হয় প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক কে কে ছিলেন?
৩. ভারতীয় পোস্টঅফিস প্রথম কবে পিলার বক্স বসিয়েছিল?
৪. আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. সারা ভারত কৃষকসভা কবে কোথায় গঠিত হয়? সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে কে হন?
৬. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কবে জন্ম হয়?
৭. হোয়াইট স্টার লাইনার কোম্পানির বৃহত্তম জাহাজ টাইটানিক কবে যাত্রা শুরু করেছিল? কবে ডুবে যায়?
৮. 'প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক' প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ) কবে প্রকাশিত হয়? কোথা হতে ছাপা হয়েছিল?
১০. জালিয়ানওয়ালাবাগে কবে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল? কে গুলি চালানোর অর্ডার দেন? তাঁকে কবে কে হত্যা করেছিল? কোথায়?
১১. সৌরমণ্ডলের নবমগ্রহ (বর্তমান বামনগ্রহ) 'প্লুটো' কবে আবিষ্কৃত হন? কে আবিষ্কার করেন?
১২. সরকারি নির্দেশে কবে বর্ধমান পৌরসভা কার্যকর হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

"প্রধানমন্ত্রী, আপনিই সবচেয়ে বেশি দায়ী"। চিঠি লিখেছেন ৫০ জন অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস. অফিসার। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ, কয়লা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, তথ্য সম্প্রচার—সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রাক্তন সচিব। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব সহ উচ্চপদস্থ অফিসাররা।

"প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। প্রমাণ করুন, ভারতে মেয়েদের যোগ্য সম্মান রয়েছে।" ধর্ষণের প্রতিবাদে লন্ডনে ভারতীয় তথা ভারত সংক্রান্ত ১৯টি সংগঠনের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের বক্তব্য অত্যন্ত কড়া ভাষায় একটি চিঠিতে জানিয়েছেন।

কাঠুয়া ও উন্নাওয়ের ধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই অনাবাসীদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা কাট-ছাঁট করতে হয়েছে। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্দেশ্যে সেই খোলা চিঠিতে লন্ডনের নামি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী-ছাত্রীরাও তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পিছপা হননি। তাঁরা ভারতে ধর্ষণের ঘটনাগুলিতে দুষ্কৃতীদের দ্রুত এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এই চিঠিতে।

এদিকে কাঠুয়া মামলা সরানো হোক চাইছেন ধর্ষিতার পরিবার। তাঁদের আইনজীবীর কথায়—"জম্মুর যা পরিস্থিতি, তাতে এখানে কিছুতেই ভালো ভাবে মামলা চালানো যাবে না। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করছি, মামলাটি যদি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।"

অপরদিকে অভিযুক্তের পরিবারের দাবি এ বিষয়ে সিবিআই তদন্ত হোক। দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে প্রকাশ্যে ঝোলানো হোক, কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্ত যেন হয়। তার মানে? ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য কি ঢুকে পড়েছে?

নষ্ট চন্দ্র

শিবানন্দ পাল

কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্যের তা হলো সম্প্রতি অভিযুক্তদের সমর্থনে একটি মিছিল হয়েছে জম্মুতে। তাতে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী এবং বনমন্ত্রী স্বয়ং। এখানেই শেষ নয়—বনমন্ত্রী বলেছেন, "একটা শিশুর মৃত্যু নিয়ে এত লাফালাফি হচ্ছে কেন?" আর শিল্পমন্ত্রীর মতে 'জঙ্গলরাজ' চলছে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর

ধমকে তড়িঘড়ি এই দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এবং সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা—মেহবুবা মুফতি!

রাম রাম! পশ্চিম বাংলায় ধর্ষণ একথা নিত্যকার ঘটনা এখানেও যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী! যেন এই 'বৈশাখী গরমে কেষ্টবাবুর 'গুড় বাতাসা'! থাক! এ নিয়ে আর কিছু নাই বা বললাম!

* * *

অবশেষে তাঁরা খোঁজ-খবর শুরু করেছেন খুনি কে বা কারা? মাসখানেক ধরে লুকোচুরি চলছিল—এই এই ধরা পড়ল। এই পড়লো বলে! না? উধাও! পালিয়েছে এমনভাবে।

ক্যামেরায় ছবি বন্দি। ড্রোন উড়ছে জঙ্গলের মাথায় মাথায়। ক্যাচার-খাঁচা-টোপ সবই হাজির। কিন্তু ফাতনা নড়ছে না! মামা নাকি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করেন! তার হয়তো একটা হেলিকপ্টার আছে—জেমসবন্ডের মতো চোখে দেখা তো যায় না—অদৃশ্য! তাই আজ বাঁকুড়া তো কাল মেদিনীপুর, পরশু পুরুলিয়া, এমন জোর খবর যে বীরভূমের লোকেরাও ভূত দেখতে শুরু করল। সন্ধ্যার পর গাঁ শুনশান! না গো বাছা—কোথাও নেই।

পরের দিনই জাল ছিঁড়ে পালাল—চার জন জখম। দুজন বনকর্মী তো রাত জেগে এমন ডিউটি দিলেন যে তাদের ঘুম আর ভাঙল না। অবশেষে। এখানেও কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিলেন যে তিনি ইতিপূর্বে মরেন নাই! তিনি সত্য সত্যই ছিলেন!

জনগণ যখন জানিল—সেলফি তোলার ধুম পড়িল! কাহারো কাহারো দুটি করিয়া মোবাইল—দুইটিতেই নিজস্বী তোলা হইল—পালে বাঘ পড়িয়াছে ধুম পড়িল! কিন্তু কাহার গাফিলতি? পুলিশ না বনবিভাগ?

বল্লমের খোঁচায় সোঁদর বনের বাবা দক্ষিণরায়ের গুলগুলে চোখ বিদ্ধ হইয়াছে! দুই যুবক সহ একদল লোকের নামে পুলিশকে অভিযোগ বন দফতরের। তাই অনামি লোকেদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে না। মামলা তাহলে ছায়ার বিরুদ্ধে! নাকি অজ্ঞাত পরিচয় ভূতের বিরুদ্ধে! ভবিষ্যত অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

কিছু সূত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—সোঁদরবনের মামা আহত ছিলেন। তার পায়ে-গায়ে চোট! এই চোট কী তিনি সোঁদরবন হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন? নাকি অপরিচিত জঙ্গলে হইয়াছিল? পুলিশ না বনবিভাগ কাহার মাথা ব্যথা বোঝা যাইতেছে না! কিন্তু নিন্দুকেরা একটি কথা বলিতেছেন! বারবার বলিতেছেন! বাঘ তো ধরা পড়িল—কিন্তু রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক কোথায় লুকাইলেন?

নতুন বছরের শুভ কামনায়

আব্দুস সবুর

ইংরাজি নববর্ষের সঙ্গে তুলনায় বাংলা নববর্ষের আগমণ ঘটে একটু ভিন্নভাবে। ইংরাজি নববর্ষ রাত দুপুরে ঘন্টা বাজিয়ে, জাহাজের ভোঁ শুনিয়ে, কেল্লায় তোপ দেগে, পাড়ায় পাড়ায় পটকা ফাটিয়ে, ঘুমতাড়ানি হামলা করে। বাংলা নববর্ষ আসে খুব ভোরবেলা, গঙ্গাস্নান করে, মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে। প্রথম আলোর সঙ্গী হয়ে। কেরল থেকে পাঞ্জাব, গুজরাত থেকে কাশ্মীর, নানান প্রদেশের মানুষ নানান সময়ে তাদের নববর্ষে উৎসব নিয়ে মেতে ওঠেন। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে নববর্ষে মেতে ওঠেন ওইসব অঞ্চলের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে কেরল রাজ্য। পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে কেরলবাসীর নববর্ষ ১৪ এপ্রিল, কিন্তু নতুন পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের নববর্ষ শুরু হয়, তিথি অনুসারে ১৪, ১৫ অথবা ১৬ এপ্রিল। কেরলবাসীর এই নববর্ষ উৎসব একান্তভাবেই পারিবারিক।

নববর্ষের দিনটিতে মালয়ালি পরিবারের বয়স্ক মহিলারা কাকভোরে উঠে পড়েন। একে একে অন্যদের জাগিয়ে তোলেন। বলেন, ওঠো—'ভিসুকানি' দেখবে এসো। এই মালয়ালম শব্দটির অর্থ হল 'প্রথম দেখা'। সমৃদ্ধির দেবতাকে শশা ফুল, সাদা কাপড়, সোনার অলঙ্কার, কাঁঠাল, নারকেল, প্রদীপ, আরশি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। ভোরে উঠে সকলে প্রথমে চোখ খোলেন না। দেবতার সামনে এসে একে একে বসেন, তারপর চোখ খুলে 'ভিসুকানি'কে প্রথম দেখেন।

তামিলভাষীদের পঞ্জিকা এবং তিথি অনুসারে ১৩ বা ১৪ এপ্রিল নববর্ষ উৎসব। এই উৎসবের নাম হল 'পুথান্দু'। অনেকে 'ভারুসা পিরাপ্পু' বলেও ডাকেন। এই উৎসবের নিয়ম কানুনও অনেকটা কেরলের 'ভিসুকানি'র মতোই।

কালীপূজার অমাবস্যার পরই গুজরাতি সম্প্রদায় সেজে ওঠেন 'সাভান্ত উৎসবে' 'সাভান্ত' শব্দটির মানে হল ক্যালেন্ডার। এই দিনটিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে গুজরাতিরা নতুন জামা কাপড় পরেন। স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়াই হল সেই দিনের প্রথম কাজ। আত্মীয়বন্ধু সবাই সবার বাড়ি যান। বাড়ি ঘরে চুনকাম, রং করা, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীরা পুরোনো হিসেবের খাতাও বদলে ফেলেন।

বাঙালিরা যেমন নববর্ষ বলেন, তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষ 'যুগাডি' বলেন। এই শব্দটির মানে হল 'যুগ'। এখানে 'যুগাডি' শব্দটিতে সংক্রান্তি ও নববর্ষে উভয়কেই বোঝানো হয়। চান্দ্রবর্ষ হিসাবে মার্চ মাসের ৩০ তারিখ অন্ধ্রপ্রদেশে নববর্ষ পালন করা হয়। খাওয়াদাওয়া এই উৎসবের এক বড় অঙ্গ। এর সঙ্গে এরা এদিন অঙ্গীকার করেন— 'কাউকে কোনো খারাপ কথা বলব না', খারাপ কথা শুনব না'।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর, কাশ্মীরি মানুষ মার্চ মাসের ৩০ তারিখ নববর্ষ বা 'নভর' পালন করেন। এদিনটা মিষ্টি বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আড্ডায় গল্পে উপভোগ করেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও থাকেন। ফলে এঁদের উৎসব মিলন মেলার চেহারা নেয়।

অসমিয়াদের ১লা বৈশাখেই 'রংগলি বিহু' বা নববর্ষ উৎসব পালন। এদিন এঁরা পরস্পরকে সম্মানের জন্য নতুন গামছা দান করেন। রংগলি বিহু উৎসবে শুধুমাত্র নারী-পুরুষ-শিশুরা সমবেত হয়ে আনন্দই করে না, গাছপালা, পশুপাখির জগৎ সম্পর্কে পরিবেশ সচেতনতার পাঠও নেয়।

ওই একই দিন পাঞ্জাবিদেরও 'বৈশাখী' বা নতুন বছরের শুরু। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এ দিন 'খালসা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুরুদ্বারাগুলি এদিন লোকে লোকারণ্য। চলে কীর্তন, ভজন, থাকে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও।

আমাদের রাজ্যে অনেক চিনাদের বসবাস আছে। চিনারা নববর্ষ পালন করেন ফেব্রুয়ারির ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে তিথি অনুযায়ী। এই এগারোটি দিনের মধ্যে যে বছর যেমন তিথি পড়ে 'য়ুয়ালদান' অর্থাৎ চিনা নববর্ষ। 'য়ুয়ান' শব্দটির অর্থ হলো নতুন বছর। আর 'দান' মানে হল প্রথম ভোর। তারা নিজেদের বাড়ি-ঘর কাগজের ফুল, লতাপাতা ও ড্রাগনে সাজিয়ে তোলেন।

পার্সিরা নববর্ষ পালন করেন ২১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে কোনো একটি দিন। এদিন সপ্ত স-এ 'নওরোজ' বা নতুন দিনের ডালিটি সাজান তাঁরা। এতে থাকে আপেল, রসুন, লালচে নীলফুল, দুধ বা ময়দা বা খেজুর বা জল, মাছ এবং সুমনল। সুখাদ্য তৈরি করে আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়ানো, নওরোজ উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এমনি এক মোগল বাদশাহের আমলে নওরোজের দিন অর্থাৎ নববর্ষের দিন নূরজাহানকে হঠাৎ প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলেন যুবরাজ সেলিম! সে আর এক গল্প হবে অন্য কোনো দিন।

যামিনীকান্তের চোখ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

একটা ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে। কালো ফ্রেমের চশমায় মোড়া দুটি স্বপ্নীল নয়ন, বয়স আঠারো বা তারও কিছু কম। এত অপরূপ দর্শন যে গ্রিক ভাস্কর্যের মতো মোহময়। অপার সম্ভাবনার ভবিষ্যতে নিয়ে যাবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে সে। সিবতুল্লা। আসানসোল-রানিগঞ্জ অঞ্চলের ইমাম রাশিদির সন্তান। এক জ্যোতির্ময় মানবপুত্র যার ছবি আঁকতে হয়তো বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিও পারতেন না।

সে আজ খবরে এবং এই ধরনের খবরই প্রতিদিন ভাগাড়ের শকুনেরা আমাদের পাতে পরিবেশন করছে। দেশটাকে ভাগাড় বানিয়ে তারা তৃপ্ত নয়, ভাগাড়কে প্রসারিত করতে চায় তারা। তাই চাই নতুন নতুন মড়া, শতসহস্র মরদেহ। পাচক তারা, পূতিগন্ধে ভরে যাক দেশ, মরদেহের উপর শুরু হোক শত শত কাপালিকের উদ্বাহু নৃত্য।

রামনবমী উৎসব পালন, তার প্রচার, প্রসার, সশস্ত্র মিছিল চলছিল আসানসোল-রানিগঞ্জে। লুক্কায়িত যে কর্মসূচি সংগঠকরা আস্তিনের তলায় রেখেছিলেন, তা হল সন্ত্রাসের কালো মেঘে আকাশ ঢেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী আধিপত্যের বিস্তার ঘটানো। নতুন ধরনের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা, যেখানে ন্যায়-নীতি নির্বাসিত। বাল্মিকী-তুলসীদাস যে রামায়ণ রচনা করেছেন তার গুষ্টির তুষ্টি। এরা নতুন মহাকাব্য রচনা করে চলেছেন।

ছোট ছোট দুধের শিশুদের হাতেও ধরিয়ে দিয়েছেন প্রাণঘাতী অস্ত্র। এক ফাঁকে সশস্ত্র রামের কপিধ্বজবাহিনী সিবতুল্লার কণ্ঠনালী ছেদ করেছে এবং দেহে আরো অনেক স্থান ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সেই কিশোরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

যামিনীকান্তের চোখে জল। অবাক হয়ে ভাবেন, এ কেমন রামধর্মপালন? বিপন্নতার চূড়ান্ত সময়ে বুকফাটা যন্ত্রণায় যামিনীকান্ত পরিষ্কারভাবে অঙ্কটা বুঝে ফেলেন আস্তে আস্তে। ধারাবাহিকতাটাও আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকে। ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাঁধিয়ে মানুষে-মানুষে ভাগাভাগি। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গণহত্যা, হিংসার প্রচার-প্রসার, অস্ত্রের ঝকঝকানি, ঘোলা জলে, মাছ ধরার চেষ্টা।

যামিনীকান্ত তেতাল্লিশ-সাতচল্লিশের অতীত পেরিয়ে সাম্প্রদায়িক অতীতে চোখ ফেরান। একাত্তরে তো আরেকবার মানুষ ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে চলে এসেছিলেন এপার বাংলায়। ভীষ্ম সাহানির 'তমস' পড়েছিলেন যামিনীকান্ত। মন্দিরে মন্দিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও গরু মেরে, সেখানে আওয়াজ তোলো 'আল্লা-হো-আকবর', আবার মসজিদে মসজিদে ছড়িয়ে দাও শুয়োর মেরে, সেখানে আওয়াজ তোলো 'হিন্দুকে রাম অমর রহে'। ব্যাস্। কাম ফতে। বিভ্রান্তির বন্যায় ভেসে শুরু হয়ে যাক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঘোলা জলে মাছ ধরা।

যামিনীকান্ত স্মরণে আনেন বাবরি মসজিদের কাহিনি। বাবরের আমলের একটা মসজিদ। কালের স্রোতে কবেই সে খণ্ডহরে রূপান্তরিত এবং পরিত্যক্ত। সরকারি সম্পত্তির তালা নতুন করে খুলে দেওয়া হল। অপর সম্প্রদায় রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এখানে মসজিদ হতে পারে না। এ যে অযোধ্যা। এর ভিতরে আছে এক গর্ভগৃহ। সেখানেই জন্মেছিলেন রামলালা। সুতরাং শুরু হল সংঘাত-প্রলম্বিত সংঘাত। শেষে। একদিন রামলালার হনুমানবাহিনী ধ্বংসই করে ফেলল মসজিদটাকে। সারা দেশে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল রামরথযাত্রা, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

যামিনাকান্ত লোকক্ষয়, অর্থক্ষয়, মানুষের মূল সমস্যাগুলো সমাধান না করে নতুন নতুন বিভ্রান্তির কালো চাদরে দেশ ঢেকে দেওয়ার অপচেষ্টা আরো ভালোভাবে ধারাবাহিকতার আলোয় দেখতে থাকলেন।

আসানসোল-রানিগঞ্জ যামিনীকান্তকে সিনেমার মতো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল তার নিজের জীবনে। যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা ঈশ্বর গগনেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স আনুমানিক পঞ্চান্ন, পূর্ব নিবাস—রমনা ময়দান অঞ্চল, ঢাকা, পূর্ববঙ্গ : বর্তমান নিবাস দক্ষিণেশ্বর মিলিটারি ব্যারাক উদ্বাস্তু শিবির।

যামিনীকান্ত বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। পাশাপাশি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরিজি ভাষায় দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। কোর্ট ক্লার্ক থেকে তিন বছরে উন্নীত হয়েছিলেন, ঢাকা জিলা আদালতের একমাত্র 'দোভাষী' হয়ে। উপার্জন ভালোই ছিল, সৎপথে। প্রায় একবিঘা জমিতে দো-মহলা বাড়ি করেছিলেন। দু'দশটা ফল-ফুলুরির গাছ ছিল। স্ত্রী গিরিবালার হাতে রান্না চারটি ডালভাত খেয়ে রোজ দশটায় কোর্টে হাজিরা দিতেন সাহেব-সুবোদের মতো পোষাকে। মঞ্চে নায়ক যেমন দাপটের সাথে সংলাপ উচ্চারণ করেন, তেমনই যামিনীকান্ত সাক্ষী ও বিচারকের মাঝে, অনায়াস অবলীলায় বাংলা ও ইংরাজি অনুবাদ করে, সেতুবন্ধন করার কাজটি করে বিচার প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠতেন।

দেশভাগের কালে, নিঃসম্বল সেই যামিনীকান্ত প্রাণ বাঁচাতে, অনিশ্চিত অন্ধকারের ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ালেন। ঘষটাতে ঘষটাতে, ভাসতে-ভাসতে, ডুবতে, ডুবতে, শেষে খড়কুটো আঁকড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে। অন্ন নেই, বসন-আসন নেই, পরিবার- পরিজন কোথায় ছিটকে গিয়েছে কেউ জানে না। স্থায়ী পেশা নেই।

ইংরিজি পড়াতে গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। আড়তদারের একমাত্র পুত্র। দু'-তিন মাস পর, মাস মাইনের টাকা আনতে যেতেন গোমস্তার কাছ থেকে। একদিন দেখেন খেরোর খাতায় লেখা আছে, "খোকাবাবুর মাস্টার ২ টাকাঃ হিঃ ৩ মাস—একুনে ৬।" আত্মমর্যাদা ঘা দিল যামিনীকান্তকে প্রচণ্ডভাবে। বাড়ির খোকাটি বাবু কিন্তু শিক্ষকটি উল্লিখিত শুধুই 'মাস্টার' হিসাবে? মাস্টরমশাই নয় কেন? থাকুক ও ছেলে আলালের ঘরে দুলাল হয়ে। আর ও মুখো নয়। যামিনীকান্ত অপমান সইতে পারেন না। 'বাঙাল' শব্দটি তার রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

শরীরচর্চা করেছেন একসময়। আত্মরক্ষার্থে লাঠিখেলা শিখেছেন, কিন্তু তার শিক্ষা তাকে লেঠেল হতে শেখায়নি। টাইপের হাত ছিল ভালো। মিনিটে নির্ভুল ষাটখানি শব্দ টাইপ করতে পারতেন।

এক পেশকারকে ধরে আলিপুরে আদালত চত্বরে একটি ছাতা; একটি চলনসই টেবিল, একটি টুল, একটি নড়বড়ে বেঞ্চি, একটি রেমিংটন টাইপ মেশিন, একটি ঝোলায় বিবর্ণ কাগজ এইসব নিয়ে যামিনীকান্ত পাতলেন তাঁর নতুন পেশার সংসার। দক্ষিণেশ্বর থেকে শিয়ালদা ডানকুনি লোকালে, তারপর ১১ নম্বর চেতলাগামী দোতলা বাসে আলিপুর। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত ছিল রোজ ছুঁড়ে দেওয়া 'বাঙাল' শব্দবর্ষণ। কানটা বন্ধ রাখতেন। তারপর তো মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া। দশটা-পাঁচটা কাজে জড়িয়ে রাখতেন। পাতা প্রতি আনা পারিশ্রমিকে দিনে দু'পাঁচটা টাকায় একা মানুষের চলে যেত।

মুশকিল কোর্টের ছুটির দিনগুলিতে। কাজেই অং বং চং জানা যামিনীকান্ত আংশিক সময়ের বামুন হলেন। তাগিদটা যতটা উপার্জনের, তার চেয়ে ঢের বেশি নিজেকে কিছু একটাভাবে ব্যস্ত রাখার। অবসর সময়ে যামিনীকান্ত ঘুমোতে পারেন না। উদ্বাস্তু বাঙালকে তার যন্ত্রণা ঘুমোতে দেয় না।

একদিন এই যামিনীকান্তকে কোমরে দড়ি বেঁধে কোর্টে আনা হল। তার বিরুদ্ধে তার জজমান চুরির মামলা এনেছে। যামিনীকান্ত নাকি তার জজমানের পূজার ঘরে রাখা সিঁদুর কোটো থেকে রাজার মাথা আঁকা রুপোর মুদ্রা হাতসাফাই

করেছেন একটা। সাহেবরা চলে গেছে। বিচারক এপার বাংলার লোক। যামিনীকান্ত আজ বিপর্যস্ত, রিক্ত, ক্লান্ত, অপমানে মাটিতে মিশে যাওয়া একটি ক্লীব। তার কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনের উকিল পর্যন্ত নেই।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কিছু বলতে চাও?

যামিনীকান্ত কি বলবেন? কি করে বলবেন তার ভরা সংসার ছিল, তার স্বোপার্জিত সম্পত্তির মূল্য ছিল কয়েক ঘড়া রৌপ্যমুদ্রার সমান! কে বিশ্বাস করবে?

দ্বিধাবিভক্ত ধরণীর গভীরে প্রবেশ করার আগে যামিনীকান্ত জ্বলে উঠলেন হয়তো বা শেষবারের মতো। চাঁছাছোলা সাহেবী ইংরিজিতে বললেন—"হুজুর, ধর্মাবতার, ডারউইন তত্ত্ব, ভুল। অস্তিত্বের লড়াইয়ে যোগ্যতম প্রাণীরা বেঁচে থাকে একথা ডারউইন যখন বলেছিলেন, তখন কি এখনকার সমাজ ছিল? প্রাণীজগতের বিকাশ তো এখন উল্টোপথে হেঁটে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। এই ধরুন না, দেশভাগের রাষ্ট্রনীতি এবং তার ফলে উদ্ভূত সমাজ আমাকে কেমন মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে সরীসৃপ বানিয়ে ছেড়েছে।"

ধর্মাবতার বোঝেননি। মোচলমানের অরুচি এই বাঙালগুলোর জেলে পচাই ভালো। রায়ের ফলে আরও পাঁচটা বছর যামিনীকান্তের এবার কাটবে কারার অন্ধকারে, বাঙাল, উদ্বাস্তু, মোচলমানের অরুচি, চোর ইত্যাদি বিশেষণের চাদরে মুখ ঢেকে।

যামিনীকান্তের মাথা লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে গিয়েছিল আগেই। দেশভাগের কালে বাস্তুহারা অসহায় মানুষটার বুকে একটাই ব্যথা দিনরাত টনটন করে বেজে যেত। আপনজনদের হারানোর বেদনা। অন্ধকারে অনিশ্চিত পথে, মৃত্যুর মিছিল পেরিয়ে, খুনে পাহারাদারদের নজর বাঁচিয়ে, খিদে-তেষ্টা জয় করে যামিনীকান্ত পৌঁছেছিলেন শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু শিবিরের এক অদ্ভুত জগতে। যামিনীকান্ত ভেবেছিলেন লড়াই করে আবার মাথা তুলে বাঁচবেন। কিন্তু চারপাশে হৃদয়হীন মানুষে ঘেরা উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসের বাস্তবতা তাকে বুঝতে বাধ্য করেছিল অনেক কিছু। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত, আরো অন্য অনেক হতভাগ্যের মতো নতুন দেশে ভূমিপুত্রদের অন্নে ভাগ বসিয়ে তাদের রিক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত।

আশ্চর্য, দেশভাগ যামিনীকান্ত করেননি। কালনেমির লঙ্কাভাগ যারা করল, তারা তো দিব্যি দু'টো আলাদা দেশে সিংহাসনে চেপে বসল ধর্মের দোহাই দিয়ে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, মালদহ, কোলকাতা, সুন্দরবন এসব তো আগেও ছিল। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তারি-মোক্তারি এবং অন্যান্য স্বাধীন পেশা, চাকুরি, চাষবাস, হাতের কাজ, সব ত্যাগ করে হুড়মুড় করে চলে এল ধর্মের কারণে? ওপার আর এপার হয়ে গেল, অদৃশ্য বেড়া উঠে গেল মাঝখানে, ধর্মের কারণে? কোথায় কেমন নতুন ভৌগোলিক সীমারেখা টানা হল, যামিনীকান্ত অতশত বুঝতে পারেননি, বোঝার মতো অবস্থাও ছিল না। কোনও ধর্মই হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না, সার কথা এইটাই জানতেন। কিন্তু আকস্মিক অস্ত্রের আস্ফালন দশ-বিশটা ধড়-মুণ্ডু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতেই নেমে এসেছিল গভীর আতঙ্ক, অবিশ্বাস আর প্রাণ বাঁচানোর জন্য বর্ণনার অতীত বিশৃঙ্খল ভয়ার্ত পলায়নকারী মানুষের মিছিল। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনও খানে'। অনেক অনেক পরে, যামিনীকান্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক লেখকের লেখায় পেয়েছিলেন একটি মনের মতো লাইন 'যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার'।

জেলের চৌহদ্দিতে পৌঁছে, যামিনীকান্ত বুঝে গেলেন তার এবং অপরাপর অনেকের এই পরিণতির বিনিময়েই স্বাধীনতা। সিংহাসন দখলই সত্য। মানুষ মিথ্যা। স্বাধীনতা অর্জনের নামে ছল-চাতুরির প্রায়োগিক বিদ্যা। এই তো বিশিষ্টতা রাষ্ট্রনীতির। ছিঃ। যামিনীকান্ত না হয় মিথ্যে চুরির দায়ে জেলে বন্দি হলেন, কিন্তু জেলের বাইরে যে মানুষেরা, তারা কোন্ মনুষ্যেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিলেন? তাও তো আর গোপন থাকেনি। যামিনীকান্ত ঢাকা জিলা আদালতে দাপুটে দোভাষী ছিলেন এবং তার দাপটের উৎস ছিল আইনি যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া বেশিরভাগ ফৌজদারী মানুষকে রক্ষার চেষ্টা।

মামলার ক্ষেত্রেই তার মনে হতো, অভিযোগগুলি রাষ্ট্রের ও পুলিশের যোগসাজশে তৈরি করা। মানুষকে দমন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অভিযোগ এনে অভিযুক্তদের গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার প্রতিষ্ঠান রূপে আদালত সেই মনগড়া অভিযোগগুলির বিচার করে থাকে। আদালতের শুনানি, বিভিন্ন চাপান-উতোর এমনিতেই অকারণ প্রলম্বিত। তার উপর অবরুদ্ধ, অত্যাচারিত, অপমানিত মানুষগুলির কোমরে দড়ি পরানো যাতায়াত যামিনীকান্তকে গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিত। তাদের কথা সঠিকভাবে ভাষান্তরিত হয়ে হুজুরের কাছে যাতে পৌঁছতে পারে, যামিনীকান্ত সেইদিকে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন এইমাত্র।

কারাগৃহ ও তার অভ্যন্তরে যে অন্য জীবন, সে সম্পর্কে যামিনীকান্ত কিছুই জানতেন না। কাজেই একটিমাত্র রৌপ্যমুদ্রা চুরির মিথ্যা অভিযোগে চরম অপমানিত, লাঞ্ছিত, কোমরে দড়ি যামিনীকান্ত আদালতের বিচারে যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং পাঁচ বছরের সুদীর্ঘ সময়ের জন্য, তখন তাঁর ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু যামিনীকান্ত অন্য ধাতুতে গড়া। কাজেই তিনি শপথ নিলেন তিনি একাই লড়াই করবেন এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে, শান্ত নদীর মতো বহমান সমাজটাকে ভেঙে দু'টুকরো করে ধর্মের নামে হিংসার আশ্রয়ে মানুষে-মানুষে ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখলের রাষ্ট্রনীতির চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি সামিল হবেন।

যামিনীকান্ত অনুভব করলেন যে কারাবাসের পাঁচটি বছর হেলায় নষ্ট করা চলবে না। নিজেকে আরো সমাজ-সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। কারাগারে মানুষগুলির সাথে নিবিড়ভাবে মিশতে হবে, তাদের দুঃখকষ্টের কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে হবে। কারাগারের অভ্যন্তরের জগৎ আর বাইরের জগতের সব হাল-হকিকৎ জানতে হবে। প্রচুর বই পড়তে হবে। যদি সুযোগ মেলে তবে দেশে দেশে সমাজ গঠন আর মানুষের লড়াই-এর ইতিহাস জানতে হবে। সমস্ত জাগতিক দুঃখ ভুলে থাকার একটাই দাওয়াই যামিনীকান্ত খুঁজে পেলেন। পড়াশুনো-আলাপ-আলোচনা। লেখালেখি আর সময়ের ইতিহাসের রোজনামচা রচনা করা। এই লেখাপড়াই যামিনীকান্ত জেলের বাইরে এসে চালিয়ে গিয়েছেন। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে মানুষকে পড়িয়েছেন। শৃঙ্খলিত মানুষকে শোষণমুক্তির সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে প্রাণপাত করেছেন।

কাজেই তার চোখ সেইসব খবর খুঁজে পায় যা অন্য স্বার্থপর মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়।

বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত। ঘটল না। সিবদুল্লার পিতা ইমাম রশিদি, লক্ষাধিক সংখ্যালঘু যারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হয়তো বা উন্মুখ জমায়েতে সামিল, তাদের উদ্দেশ্যে বললেন "আল্লা, রহমতুল্লা, রহমতে রহিম আমার পুত্রকে কাছে টেনে নিয়েছেন তার সেবক হিসাবে। তার যে ক'টি দিন ইহজগতে কাটাবার ছিল সে আনন্দেই কাটিয়েছেন। সবাইকেই একদিন যেতে হয়, মাটিতে মিশতে হয়, সেই মাটিতেই নতুন গাছ হয়, ফুল হয়, ফল হয়, পাখি আসে। কিভাবে কে আল্লার কাছে পৌঁছবে সেটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই ঘটে।

হিংসার বদলে হিংসার প্রসার ঘটে, নতুন হিংসার জন্ম দেয়। আল্লা হিংসা পছন্দ করেন না। তিনি রহমত করেন। আমি দুঃখের হীন, বিধ্বস্ত পিতা আল্লার শান্তির বাণী প্রসার করতে এই চরম শোকের কালে সমস্ত আল্লার সন্তানদের শান্ত-সমাহিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সকলকে এই ক্রান্তিকালে শান্তির দৌত্যপালন করে আমরা যে রহমতুল্লার সন্তান তা প্রমাণ করতে হবে।"

যামিনীকান্ত হতবাক্। এ প্রথম পাতায় বিস্তারিত খবর হতে পারত। কি মনের জোর! কি অসম্ভব শক্তিতে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের বিস্ফোরক বোমাটিকে একার হাতে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন।

যামিনীকান্ত ভাবতেই থাকেন আর ভাবতেই থাকেন। শিবতুল্য পিতার সন্তান, তাই কী সে সিবতুল্লা?

এ.এস.পি বিক্রির চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ

—প্রথম পাতার পর

গত ৭ এপ্রিল যৌথ মঞ্চের ডাকে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা বিশাল বাইক মিছিল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন—বেসরকারিকরণের দিকে কোনোমতেই অগ্রসর হওয়া যাবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের অধীনে রেখেই এ এস পি-র আধুনিকীকরণ এবং দুই কারখানার আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে, নতুনবা দুর্গাপুর অচল হবে। যে বা যাঁরা এই কারখানা কিনতে আসবেন, তাঁরা শ্রমিকদের যৌথ প্রতিরোধের মুখে পড়বে। গান্ধী মোড় থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিইও দফতর পর্যন্ত জিটি রোড ধরে শ্রমিকরা মিছিল করে আসেন। কিছুক্ষণের জন্য জিটি রোডের একদিকের যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

মিছিল শেষে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, মণিলাল সিংহ, শম্ভুনাথ প্রামাণিক, শিবপ্রসাদ দাস, অনিত মল্লিক। সভা পরিচালনা করেন যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক। সমাবেশ চলাকালীন যৌথ মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী ও সেইলের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানোর জন্য দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ও এ এস পি-র যুগ্ম সিইও দফতরে জমা দেন।

স্ক্রুটিনিতেও বাধা পেলেন বিরোধীরা

—প্রথম পাতার পর

ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দলের নেতা অভিজিৎ কোঙার পুলিশকে ঘটনার কথা সবিস্তার জানালে তাঁর কোনো কথাই শোনেনি অফিসার উল্টে ধমক দিয়েছেন। পুলিশের সাথে বোঝাপড়া করে তাদের থানায় বসতে বলে ব্লক অফিসে দুষ্কৃতীদের নিয়ে গিয়ে এস.সি, এস.টি প্রার্থীদের সব মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এদিনের এই অপকর্মের ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে গণশক্তির সাংবাদিককেও লাঠি ও চ্যালা কাঠ দিয়ে হামলা ও তাড়া করা হয়। তৃণমূলের নেতারা অবশ্য বিরোধীদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। মারধোর করে কেড়ে নেওয়া হয় ওই প্রার্থীদের কাছে থাকা নথিপত্র এবং সেইসব কিছু ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

মেমারি, ১২ এপ্রিল : সারা রাজ্যের সাথে মেমারিতেও মনোনয়নপত্রের কাজে বাধার পর স্ক্রুটিনিতেও বিরোধীদের বাধাদান, মারধর ও হামলা, বাড়ি ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলা। এর প্রতিবাদে মেমারি-১ পশ্চিম ও মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির ডাকে বিকাল ৫টায় মেমারি পার্টি দপ্তর থেকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে একটি ধিক্কার মিছিল হয়। মিছিল বাজার পরিক্রমা করে চকদিঘি মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সনৎ ব্যানার্জী, অভিজিৎ কোঙার, জগন্নাথ গাঙ্গুলী, সেখ মনুরুদ্দিন প্রমুখ।

মিছিল শেষে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। তিনি বলেন, তৃণমূল ভীষণভাবে ভয় পেয়েছে, তা না হলে মানুষের ভোটে দাঁড়ানোর কাজে এবং অন্য কাজে বাধা দিত না। রাজ্য এখন সমাজবিরোধীদের হাতে। এই সবের প্রতিবাদে তিনি গণতন্ত্রের দাবিতে বাংলা বন্ধকে সফল করার আহ্বান জানান।

ভোট-কর্মীদের প্রশিক্ষণ

—প্রথম পাতার পর

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও প্রার্থী তালিকা তৈরি করা যাবে না। কালনা কলেজে ভোট কর্মীরা প্রশিক্ষণ শেষে বিজ্ঞপ্তির কথা শুনলেন। তাঁরা অনেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বলেন, মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার একজন অকর্মণ্য, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান জন্ম, ১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল। পূর্ব জার্মানিতে। মৃত্যু ২.৭.১৮৪৩। ২. ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল, সভাপতি মুন্সি প্রেমচন্দ্র, সম্পাদক সজ্জাদ জহীর। ৩. ১৮৫৫ সালের ১১ এপ্রিল। ৪. ১৯১৯ সালের ১১ এপ্রিল। ৫. ১১-১৩ এপ্রিল ১৯৩৬। সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এবং সাধারণ সম্পাদক এন. জি রঙ্গ। ৬. ১৯৬৪ সালের ১১ এপ্রিল। ৭. ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল। ডুবে যায় ১৫.৪.১৯১২। ৮. ১৮০৬ সালের ১৩ এপ্রিল রায়না থানার শাকনাড়াতে। মৃত্যু ২৫.৪.১৮৬৭। ৯. ১৮৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল। কলেজ স্কোয়ারের সংস্কৃত ছাপাখানা থেকে। ১০. ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল। জেনারেল মাইকেল ও'ডায়ার। বিপ্লবী উধম সিং। ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ। লন্ডনে। ১১. ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল। বিজ্ঞান টমবাগ ব্লুটো। ১২. ১৮৬৪ সালের ১৫ এপ্রিল।

জামা পছন্দ নয়, ছাত্রী আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ এপ্রিল : ক্ষেতমজুর বাবার কিনে দেওয়া জামা পছন্দ না হওয়ায় রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রী। মৃতা সান্ত্বনা রায়ের (১৬) বাড়ি নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নীনড়া গ্রামে। সে স্থানীয় জলুইডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তো। দুই বোনের মধ্যে সান্ত্বনাই বড় ছিল।

মৃতদেহ সৎকার হলো

—প্রথম পাতার পর

হলে সেখান থেকে জানানো হয় এই মৃতদেহের দায় প্রশাসনের, পুলিশের নয়। অন্যদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় বে-ওয়ারিশ মৃতদেহের দায় পুলিশকেই নিতে হবে। একজন সন্ন্যাসীর মৃতদেহের সৎকার নিয়ে চলে দীর্ঘ টানাপোড়েন। সেই টানাপোড়েনের মাঝে মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। শেষে কিছু সহৃদয় মানুষ সন্ন্যাসীর মৃতদেহের সৎকার করে টানাপোড়েনের অবসান ঘটান।

শাসক দলের নাকা চেকিং

—প্রথম পাতার পর

সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার সেই নাকা চেকিং টপকে তাঁরা মনোয়নপত্র জমা দেন। এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মির্জাপুর-হাতিপোতা গ্রামের মহিলা প্রার্থী তহমিনা শেখ মল্লিকও। এ সব বাধা টপকে তিনি কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরে মনোয়নপত্র জমা দেন। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির অন্যতম প্রবীণ সদস্য শ্রীকুমার দুবে জানান, বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলটি গ্রামের শ্রদ্ধেয় নেতা সুধীর ঘটকের ৭৬ বছরের বর্ষীয়ান নির্ভীক স্ত্রী আশালতা দেবী সব বাধাকে টপকে এদিন মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

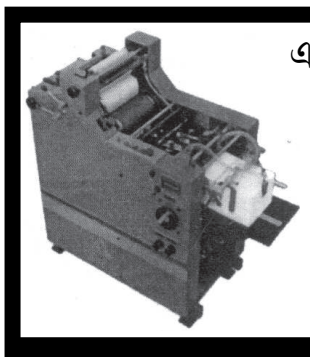
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
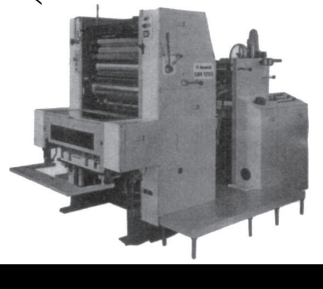
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা